সংবাদ

তারিখ 14 MAR 2012
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

জাবিতে নাটকীয়ভাবে শিক্ষক নিয়োগ

- ভিসির বাসভবন ঘেরাও : ক্লাস বন্ধ
- শিক্ষকদের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি

সানাউল্লাহ মাহী, জাবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিতে ক্যাম্পাস উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। জুবায়ের হত্যা ইস্যু, গণনিয়োগ বন্ধ, শিক্ষক সমিতির সভাপতিকে লাঞ্ছনার বিচার, ভিসি প্যানেলের নির্বাচনসহ ৮দফা দাবিতে শিক্ষক সমাজের চলমান আন্দোলনের অংশ হিসেবে গতকাল পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী সকাল ৮টায় প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান গ্রহণ করেন। একই সময় উপাচার্যপন্থি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী প্রগতিশীল শিক্ষকরা শিক্ষক সমাজের মিথ্যাচার, অপপ্রচার এবং অযৌক্তিক শিক্ষক : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৬

শিক্ষক : নিয়োগ

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

আন্দোলনের প্রতিবাদে একই স্থানে অবস্থান নেন। প্রায় ৩ ঘণ্টাধিক শিক্ষক পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় উভয়পক্ষের সমাবেশের বক্তব্য উত্তেজনা ছড়ায়। জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে ২২ ফেব্রুয়ারির দেয়া বিজ্ঞাপন অনুসারে গতকাল সকালে ১টি অস্থায়ী সহকারী অধ্যাপক ও ২টি প্রভাষক পদে শিক্ষক নিয়োগের জন্য মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিভাগটিতে নতুন কোন শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজন নেই বলে এ নিয়োগ প্রক্রিয়াকে অবৈধ দাবি করে শিক্ষক সমাজ ইতোমধ্যে আন্দোলন করে আসছে এবং আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় গতকাল তারা ভিসি অফিসের সামনে অবস্থান নেয়। শিক্ষকরা অফিসের ৩টি দরজা অবরুদ্ধ করে বসে পড়ে। একই সময় আওয়ামীপন্থি শিক্ষকরাও প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নেয়। উভয়পক্ষের শিক্ষকদের মুখোমুখি অবস্থানে উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে। শিক্ষক নিয়োগের সিলেকশন বোর্ডের মৌখিক পরীক্ষা ভিসির অফিসে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও শিক্ষকদের পরস্পরবিরোধী অবস্থানের জন্য পরে তা ভিসির বাসভবনে নেয়া হয়। এ সময় কয়েকজন শিক্ষক তাদের পছন্দের প্রার্থীসহ ভিসির বাসভবনে যান। বিশেষ সূত্রমতে এসব প্রার্থীরা হলেন মাহতাব উদ্দিন, রুনবীর সরকার তৌহিদুল আক্তম ও মাহমুদুল হাসান। এ খবর পেয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষকরা সকাল সাড়ে ১০টায় ভিসির বাসভবন ঘেরাও করে। তারা ভিসির বাসভবনের সামনে সমাবেশে বক্তব্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধের দাবি জানান। কিন্তু ভেতরে মাত্র ৪ জন উপস্থিত হওয়ার কারণে মৌখিক পরীক্ষা বৈধতাদানের লক্ষ্যে তাদের আগামী দিনের পছন্দের প্রার্থীদের ভিসির ডাস্টবিনের দরজা দিয়ে ও দেয়াল টপকিয়ে ভেতরে প্রবেশ করানো হয়। এরা হলো সলিমা খানম, রমা সরকার, শিরিন সুলতানা ও শর্মিলা পালি। এ সময় আরও কয়েকজন নিয়োগপ্রার্থী প্রাচীর টপকে পরীক্ষা দিতে গেলেও অবরোধের কারণে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে ফলাফলে প্রথমে থাকা কয়েকজন এমন ন্যক্কারজনক নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে অভিযোগপত্র প্রদান করে চলে যায়। অভিযোগকারীরা হলেন সুশান্ত কুমার রায়, মিনারুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর আলম, শফিকুল ইসলাম ও রেহেনা পারভীন। শিক্ষকদের এমন মুখোমুখি অবস্থা দেখে সিলেকশন বোর্ডের সদস্য নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এমডি আবদুস সাত্তার সাক্ষাতকার গ্রহণ না করে ফিরে চলে যান। এদিকে সন্ধ্যায় ভিসির বাসভবনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক সমাজের আহ্বায়ক নাসিম আখতার হোসাইন তাদের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তিনি জানান, আজ সারাদিন ধর্মঘট এবং আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৮টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত দু'ঘণ্টা করে ক্লাস বর্জন কর্মসূচি চলবে। এছাড়া ভিসির পদত্যাগের দাবিতে আগামী শনিবার থেকে সর্বাত্মক কর্মসূচি পালন করব। শিক্ষক সমিতির সভাপতি এএ মামুন বলেন, অবৈধ নিয়োগ ঠেকাতে আমদের এ আন্দোলন। শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও গণিত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. শরিফ উদ্দিন বলেন, শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে শুধু ভোটার বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে। আওয়ামীপন্থি শিক্ষক অধ্যাপক অসিত বরণ পাল বলেন, পরিকল্পিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল করার প্রতিবাদে আমরা কর্মসূচি পালন করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক শরীফ এনামুল কবির বলেন 'জুবায়ের হত্যার সর্বোচ্চ বিচার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এদিকে বিকেল ৫টায় নিয়মিত সিন্ডিকেট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও ভিসি অবরুদ্ধ থাকায় সভা প্রো-ভিসি অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় বলে একটি সূত্র জানায়। এ বিষয় নিশ্চিত হওয়ার জন্য রেজিস্ট্রার আবু বকর সিদ্দিককে মোবাইল ফোনে পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, এ রিপোর্ট লেখা (রাত ৮টা) পর্যন্ত ভিসি বাসভবন ঘেরাও করে রেখেছে আন্দোলনকারী শিক্ষক সমাজ।